

## سُورَةُ الشُّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ

### ৯-সূরা আত্ তাওবা

ইহা মাদানী সূরা, ইহাতে ১২৯ আয়াত ও ১৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে মোশরেকদের মধ্য হইতে সেই সকল লোকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলে (যে আরবে ইসলাম জয়লাভ করিবে)।

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ  
الشُّرِكِينَ ①

২। সুতরাং তোমরা সমগ্র দেশে চার মাস বিচরণ কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা কখনও আল্লাহকে (তাঁহার পরিকল্পনায়) বিফল করিতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদিগকে লাহিত করিবেন।

فَيُنْزِلُ فِي الْأَرْضِ آزَابَهُ اشْهُرًا وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ  
غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ②

৩। এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে হজ্জ্ আকবর (মহাভদ্র ও রহস্তর হজ্জ)-এর দিন জনসাধারণের প্রতি এই ঘোষণা যে, আল্লাহ মোশরেকদের নিকট হইতে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁহার রসূলও। সুতরাং যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে এবং যদি তোমরা বিমূষ হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে (পরিকল্পনায়) বিফল করিতে পারিবে না। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে শাস্তির সংবাদ দাও,

وَأَذِّنْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ  
الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الشُّرِكِينَ ۖ وَرَسُولُهُ  
ۚ فَإِنْ تُبْتَلُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
بِعَذَابِ الْيَوْمِ ③

৪। কিন্তু মোশরেকদের মধ্যে তাহারা ব্যতীত যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছ, অতঃপর তাহারা তোমাদের সহিত অঙ্গীকার পালনে কোন ভ্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তাহারা কাহাকেও সাহায্য করে নাই। সুতরাং তোমরা তাহাদের সহিত তাহাদের অঙ্গীকার উহাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ মৃত্যুকীর্ণগকে ভালবাসেন।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الشُّرِكِينَ إِنْ يَصْحَبُوكُمْ  
فَمَا يَكُونُ لَهُمْ عَقْدٌ ۖ قَدْ أَتَىٰ النَّبِيَّ هُمْ  
عَاهِدُهُمْ إِلَىٰ مَدِينَتِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ④

৫। এবং যখন নিষিদ্ধ মাস সমূহ অতিক্রান্ত হইবে তখন তোমরা মোশরেকদের (এই বিশেষ দলকে) যেখানে পাও হত্যা কর, তাহাদিগকে গ্রহণ্য কর, তাহাদিগকে অবরুদ্ধ কর, এবং তাহাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পাতিয়া থাক। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কয়েম করে ও

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الشُّرِكِينَ  
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحَدَّوْهُمْ وَاصْطَوْوْهُمْ وَاقْعُدُوا  
لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا

যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও।  
নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

الزَّكَاةَ فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

৬। এবং যদি মোশরেকদের মধ্য হইতে কেহ তোমার নিকট আশ্রয় চাহে তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দাও। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক

وَلَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سُبُوحٌ فَاجِرَةٌ فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ  
كَلَّمَ اللَّهُ نَمْرًا بَلَّغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
يَعْلَمُونَ ⑥

৬।

৭। আল্লাহ্‌র নিকট এই তাহার রসুলের নিকট (এ সকল) মোশরেকদের কি ভাবে চুক্তি হইতে পারে, কেবল মাত্র সেই সকল (মোশরেক) বাতীত যাহাদের সহিত তোমরা পবিত্র মসজিদের নিকটে চুক্তি করিয়াছিলে? সূত্রান্ যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের সহিত (চুক্তিতে) স্বেচ্ছা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাহাদের সহিত (চুক্তিতে) স্বেচ্ছা থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ  
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا  
اسْتَقَامُوا أَكْفَرُوا فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ⑦

৮। কিরূপে (ইহা হইতে পারে)? অথচ যদি তাহারা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও চুক্তির কখনও মর্যাদা রক্ষা করিবে না। তাহারা তোমাদিগকে তাহাদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করে, অথচ (তাহারা যাহা বলে তাহা) তাহাদের অন্তর অস্বীকার করে, বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশই দুরৃত্তপরায়াণ।

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُقُوا فِيكُمْ إِلَّا  
وَلَا ذِمَّةً يُرْضَوْنَ بَعْدَ أَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ  
وَأَلْزَمَهُمْ فُسُوقٌ ⑧

৯। তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) তাহার পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে উহা অত্যন্ত মন্দ।

اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ  
إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑨

১০। তাহারা কোন মো'মেনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে না। বস্তুতঃ ইহা হইয়াই সীমানাংঘনকারী।

لَا يَرْفُقُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُعْتَدُونَ ⑩

১১। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ভাই। এবং আমরা আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি এ জাতির জন্য যাহাদের জ্ঞান আছে।

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَفَخَرَكُمُ  
فِي الدِّينِ وَتَفَضَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑪

১২। এবং যদি তাহারা অস্বীকার করিবার পর নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে তাহা হইলে তোমরা (এই শ্রেণীর) কাফেরদের নেতাদের

وَلَا يَكُونُوا إِلَّا يَبْغِيهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا  
فِي دِينِهِمْ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَسْتَنْ  
فِي دِينِهِمْ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَسْتَنْ

সহিত যুদ্ধ কর— নিশ্চয় তাহাদের শপথের কোন বিশ্বাস নাই— যেন (তাহারা অপকর্ম হইতে) নিবৃত্ত হয় ।

لَهُمْ لَعْنَهُمْ يَنْهَوْنَ ⑩

১৩ । তোমরা কি সেই জাতির সহিত যুদ্ধ করিবে না যাহারা তাহাদের শপথ ভঙ্গ করিয়াছে এবং রসূলকে নির্বাসিত করার সংকল্প করিয়াছে এবং তাহারা ই প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধে (সংঘর্ষের) সূচনা করিয়াছে ? তোমরা কি তাহাদিগকে উয় কর ? যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্‌ই অধিকতর যোগা যে, তোমরা তাহাকে উয় কর ।

أَلَا تَتَذَكَّرُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ فُتُورًا بِأَخْرَاجِ  
الرَّسُولِ وَهُمْ يَدْعُونَ قَوْمًا قَدْ مَنَّ اللَّهُ أَنِ أَخْشَوْهُمْ فَنَقَضَهُ  
أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑪

১৪ । তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর; আল্লাহ্ তোমাদের হাত দিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেন এবং তাহাদিগকে লাক্ষিত করেন এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, এবং এতদ্বারা তিনি মো'মেন জাতির মনে স্বস্তি প্রদান করেন;

فَاتَّخَذُوا لَهُمْ يَمِينًا وَاللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فَغَرَضَهُمْ وَيَضَعُ  
عَلَيْهِمْ وَيُفْضِلُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ⑫

১৫ । এবং তিনি যেন তাহাদের হৃদয়ের জোথাকে দূরীভূত করেন এবং আল্লাহ্‌ যাহার উপর চাহেন সদয় দৃষ্টিপাত করেন । কেননা তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রভাময় ।

وَيَذْهَبْ غِيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑬

১৬ । তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে (শাস্তিতে) ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অথচ আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা (আল্লাহ্‌র রাজ্য) জিহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেন নাই এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণকে ছাড়া (কাহাকেও) অন্তরঙ্গ বন্ধ হিসাবে গ্রহণ করে নাই ? এবং তোমরা যাহা কিছু কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত ।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ يَحْدُوا  
مِنْكُمْ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولَهُ وَ  
لَا الْمُؤْمِنِينَ وَ لِيَجْهَ اللَّهُ جَبْرًا تَعْلُونَ ⑭

১৭ । মোশরেকদিগের কোন অধিকার নাই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করে যখন তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতেছে । ইহারা ই সেই সকল লোক যাহাদের কাজ-কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা দীর্ঘকাল আশুনে অবস্থান করিবে ।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَيْئًا  
عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَ  
فِي النَّارِهِمْ خَالِدُونَ ⑮

১৮ । কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে যে আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়ম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও উয় করে না; অতএব অচিরেই এই সকল লোক হেদায়াতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى  
أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ⑯

১৯। তোমরা কি হাজীদিগকে পানি পান করানোর কাজকে এবং পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজকে ঐ বাজির (কাজের) অনুরূপ গণ্য করিয়াছ যে আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে? আল্লাহ্র নিকট ইহারা কখনও সমান নহে এবং আল্লাহ্ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

২০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং নিজদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়া আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মর্যাদায় মহোত্তম। এবং তাহারা ই সফলকাম।

২১। তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দিতেছেন নিজ রহমতের এবং নিজ সন্তোষের ও জাম্মাতের যাহার মধ্যে তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত বিরাজমান থাকিবে;

২২। তাহারা উহাতে সদা বাস করিতে থাকিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটই রহিয়াছে মহা পুরস্কার।

২৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের পিতাকে ও তোমাদের ভাইকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিও না যদি তাহারা ঈমানের মোকাবেলায় অবিশ্বাসকে বোঁ দানবাসে। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা তাহাদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিবে, তাহারা ই যালেম হইবে।

২৪। তুমি বল, 'তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের আত্মীয়গণ এবং যে মাল তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, যাহার মন্দাকে তোমরা ভয় কর এবং বাসগৃহসমূহ যাহা তোমরা দানবাস, যদি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল ও তাঁহার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয় তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ মীমাংসা প্রকাশ করেন; এবং আল্লাহ্ অবাধা জাতিকে হেদায়াত দান

৩  
[৮] করেন না।

২৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু রণক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছেন এবং হনায়নের দিবসেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিকা তোমাদিগকে আত্মরক্ষায় সক্ষম করিয়াছিল, কিন্তু উহা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই এবং হু-পৃষ্ঠ বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।

أَجْعَلُكُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ لَا يَسْتَوِ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الظَّالِمِينَ ⑥

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ  
أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ⑦

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ  
فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ⑧

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنْ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ⑨

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ  
أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
فَإُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑩

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ  
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبُيُوتُكُمُ الْتَحْشُرُونَ  
كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ  
بِ اللَّهِ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑪

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ  
إِذْ أَعْيَجَبَكُمْ كُنْتُمْ ثَلَثَ فِئَةٍ عَلَيْنَا رَحِيمٌ ⑫  
صَاحَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ  
مُذَبِّبِينَ ⑬

২৬। অতঃপর, আল্লাহ্ তাহার রসূলের উপর এবং মু'মেনসগণের উপর নিজ প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তিনি এমন সৈন্য বাহিনী অবতারণ করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেশ নাই এবং তিনি শান্তি দিলেন তাহাদিগকে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং ইহাই অবিশ্বাসীদের প্রতিফল।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ④

২৭। অতঃপর (এই রূপ শাস্তির পর) আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাত করেন যাহার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেন; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অসীম ক্রমাশীল, পরম দয়াময়।

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

২৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিশ্চয় মোশরেকরা অপবিত্র, অতএব তাহারা যেন তাহাদের এই বৎসরের পর মসজিদে হারামের নিকট না আসে। এবং যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর তাহা হইলে আল্লাহ্ চাহিলে অচিরেই স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الشُّرَكَاءُ نَحْنُ وَاللَّهُ لَا يُقْرَأُ  
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ مَا بِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ  
عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑥

২৯। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ ও তাহার রসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, উহাকে তাহারা হারাম বলিয়া গণ্য করে না এবং তাহারা সত্য ধর্মকে অবনমন করে না, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত [৫] না তাহারা অধীনস্থ হইয়া স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ  
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَتَوَّبُوا الْحَيَاةَ  
جَمِيعًا عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذُكُّرُونَ ⑦

৩০। এবং ইহদীরা বলে, 'উষায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র', এবং খৃষ্টানরা বলে, 'মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র'; এইসব তাহাদের মতের কথা। তাহারা কেবল উহাদের কথার নকল করে যাহারা ইতিপূর্বে অবিশ্বাস করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন! তাহাদিগকে কিভাবে (সত্য হইতে) দূরে নইয়া যাওয়া হইতেছে!

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ  
ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ تَبَلٍ قُلْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ⑧

৩১। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া নিজেদের মাজকদিগকে এবং সম্মাসাদিগকে প্রভু রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এবং (অনুরূপভাবে) মরিয়মের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাহাদিগকে কেবল এই আদেশই দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা এক-ই মা'বুদের ইবাদত করিবে। তিনি বাতিরেকে কোন মা'বুদ নাই। তাহারা যাহাকে (তাঁহার সহিত) শরীক করে উহা হইতে তিনি পবিত্র।

إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ  
اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُورُهُمْ إِلَّا لِيُعْبَدُوا  
إِلَٰهَا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑨

৩২। তাহারা তাহাদের মশের ফুৎকারে আল্লাহর জোতিকে নির্বাণিত করিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ তাহার জোতিকে পূর্ণ করা ছাড়া সব কিছু অস্বীকার করেন, যদিও অবিশ্বাসীরা (তাহা) অপসন্দ করে।

৩৩। তিনিই নিজ রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহ পাঠাইয়াছেন যেন তিনি সকল ধর্মের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করেন, মোশরেকরা যতই অপসন্দ করুক না কেন।

৩৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিশ্চয় ইহদী যাজক এবং সন্ন্যাসীগণের মধ্য হইতে অধিকাংশই অনানুভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহর পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখে। এবং যাহারা সোনা-রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না—তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

৩৫। (সেই দিন) যেদিন উহাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের কপালে, তাহাদের পার্শ্বদেশে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে (এবং তাহাদিগকে ইহা বলা হইবে): ‘ইহা সেই বস্তু যাহা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করিতে, সুতরাং তোমরা যাহা মজুদ করিতে (এখন) উহার স্বাদ গ্রহণ কর।’

৩৬। নিশ্চয় আল্লাহর বিধান মতে আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা বার মাস সেই দিন হইতে যেই দিন তিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, এই স্থলির মধ্যে সম্মানিত হইল চারিটি। ‘ইহা সুদৃঢ় ধর্ম। সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের উপর মূল্য করিও না। তোমরা সকলে মোশরেকদের সহিত যুদ্ধ কর যেরূপে তাহারা সকলে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মৃত্যুকীর্ণের সঙ্গে রহিয়াছেন।

৩৭। নিশ্চয় (সম্মানিত মাসগুলিকে) মূলতবী করা কেবল অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মাত্র ইহাদ্বারা যাহারা অবিশ্বাস করে তাহাদিগকে পঞ্চভট্ট করা হয়। তাহারা ইহাকে এক বৎসর বৈধ করে এবং অপর বৎসর ইহাকে অবৈধ করে যাহাতে তাহারা সেই (মাসগুলির) গণনার সহিত মিল করিয়া নয় যাহাকে আল্লাহ অবৈধ করিয়াছেন, এইভাবে আল্লাহ যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন উহাকে বৈধ করে, তাহাদের কার্যাবলীর

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِنَ الْخَبِرَاتِ وَالْزُهَّابِ لَيْسَ لَهُنَّ آثَافٌ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

يَوْمَ يُخَسِّ عَلَيْهِمْ فِي أَرْحَامِهِمْ قُلُوبُهُمْ جَاهَهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُبْذَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُخَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُظَاهِرُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوْرُ يُجِ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৫ অনিষ্টকে তাহাদের জন্য মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে।

[৮] প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না।

১১

৩৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের কি হইয়াছে যে, যখন তোমাদিগকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংঘবদ্ধ হইয়া যাত্রা কর, তখন তোমরা দুনিয়ার প্রতি মহব্বতে ডারাক্ত হইয়া পড়? তোমরা কি পরকালের মুকাবিলায় পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়া গিয়াছ? কিন্তু পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য।

৩৯। যদি তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) যাত্রা না কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্তপাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোন জাতিকে বদল করিয়া নাইবেন এবং তোমরা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৪০। যদি তোমরা এই রসুলকে সাহায্য না কর তাহা হইলে (সমরপ রাখিও) নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সময়ও তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফেররা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল এমতাবস্থায় যে সে ছিল দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয়, যখন তাহারা গুহায় ছিল, যখন সে নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিল, 'দুঃখ করিও না নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন; অতঃপর আল্লাহ্ তাহার উপর নিজ প্রশান্তি অবতীর্ণ করিলেন এবং তিনি তাহাকে এমন সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতেছিলে না। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তিনি তাহাদের কথাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিলেন; প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোচ্চ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রভাময়।

৪১। তোমরা যাত্রা কর হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায় এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়া এবং তোমাদের প্রাণ দিয়া। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানিতে।

৪২। যদি ইহা কোনও তাত্ক্ষণিক লাভের ব্যাপার হইত এবং সফরও সংক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু সফরের বাবধান তাহাদের নিকট দীর্ঘ প্রতীয়মান হইল। তথাপি তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, যদি আমাদের সাধ্য থাকিত তাহা হইলে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلُّكُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

إِلَّا تَتَذَكَّرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ وُجُوهَكُمْ وَلَا تَذَكَّرُوا ۝

إِلَّا تَتَذَكَّرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُودِهِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ۚ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

إِنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَنْهُمْ آلُفُهُمْ وَسَيُحَنَّفُونَ بِأَلِّهِمْ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ

নিশ্চয় আমরা তোমাদের সহিত বাহির হইতাম।' তাহারা নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে; এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় অবগত আছেন যে তাহারা মিথ্যাবাদী।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٦٧﴾

৪৩। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করিয়া দিয়াছেন (তোমার হুঁটি এবং তজ্জনিহ কুফলকে)। কেন তুমি তাহাদিগকে অনুমতি দিলে (পিছনে থাকিবার) যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের বিষয়টি তোমার নিকটে স্পষ্ট হইয়া যায় তাহারা সত্যবাদী এবং তাহাদিগকে তুমি জানিয়া নইতে তাহারা মিথ্যাবাদী ?

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكِ  
الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذَّابِينَ ﴿٦٨﴾

৪৪। তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়া জিহাদ করা হইতে (বাঁচিবার জন্য) তোমার নিকটে অনুমতি চাহে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুতাকীফগকে ভানভাবে জানেন।

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
بِالْمُنْفِقِينَ ﴿٦٩﴾

৪৫। তোমার নিকটে অনুমতি কেবল তাহারা চাহে তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হৃদয়সমূহ সন্দেহপূর্ণ, ফলে তাহারা তাহাদের সন্দেহে দ্বিধাপ্রসূ হইয়া পড়ে।

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَذَدُونَ ﴿٧٠﴾

৪৬। এবং তাহারা যদি বাহির হওয়ার সংকল্প করিয়া থাকিত তাহা হইলে তাহারা ইহার জন্য ভানরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করিত; কিন্তু তাহাদের অগ্রসর হওয়াকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন নাই। সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া দিলেন এবং (তাহাদিগকে) বলা হইল, 'তাহাদের সহিত আমরা বসিয়া থাক তাহারা বসিয়া আছে।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ  
اللَّهُ انْتِحَاعَهُمْ فَتَثَبُّهُمْ وَقِيلَ اتَّعِدُوا مَعَ  
الْقَاعِدِينَ ﴿٧١﴾

৪৭। যদি তাহারা তোমাদের সহিত বাহির হইত তাহা হইলে তোমাদের কেবল অমঙ্গলই রুদ্ধ করিত এবং অবশ্যই তাহারা তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে এদিকে সৈনিকে ধাইয়া বেড়াইত। এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে তাহারা (তাহাদের নিকটে খবর পাচার করিবার জন্য) তোমাদের কথা (কান পাতিয়া) শুনে। এবং আল্লাহ্ মালেকদিগকে ভানভাবে জানেন।

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَالُوا الْإِنْفَالُ وَلَا أَوْصَعُوا  
خِلَالَكُمْ يَتَوَكَّمُ الْقِسْنَةُ وَيَكْتُمُ سَنَعُونَ لَهُمْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧٢﴾

৪৮। অবশ্য তাহারা ইতিপূর্বে ফিতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তোমার বিরুদ্ধে (দরিদ্রসঙ্কী করিয়া) বিমর্যাবলীকে উলট-পালট করিয়াছিল যে পর্যন্ত না সত্য সমাগত হইল এবং আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল যদিও তাহারা ইহা অপসন্দ করিয়াছিল।

لَقَدْ ابْتِغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ  
حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٧٣﴾



৪৯। এবং তাহাদের মধ্য হইতে এমন লোক আছে যে বলে, 'তুমি আমাদেরকে (পিছনে অবস্থান করিবার) অনুমতি দাও এবং আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেরিও না।' জানিয়া রাখ, তাহারা পূর্বেই পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

৫০। তোমার মগল হইলে তাহা উহাদিগকে পৌড়া দেয় এবং তোমার কোন বিপদ ঘটিলে তাহারা বলে, 'আমরা তো পূর্বেই আমাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম।' এবং তাহারা উৎফুল্ল হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

৫১। তুমি বল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্ যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা ব্যতিরেকে কিছুই আপতিত হয় না। তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। এবং মো'মেনগণের কর্তব্য যেন তাহারা আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে।

৫২। তুমি বল, 'তোমরা আমাদের জন্য ওধু দুইটি কল্যাণের মধ্য একটি ছাড়া আর কিছুই অপেক্ষা করিতেছ না; অথচ আমরা তোমাদের জন্য কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্তুণা দিবেন নিজ পক্ষ হইতে শাস্তি দ্বারা অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও নিশ্চয় তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিব।

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা ইচ্ছা পূর্বক খরচ কর অথবা অনিচ্ছাপূর্বক, ইহা তোমাদের নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না। নিশ্চয় তোমরা অবধা জাতি।

৫৪। এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ দান কবুল করিতে ইহা ছাড়া আর কিসে বাধা দেয় যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলকে অস্বীকার করে। এবং তাহারা কেবল শৈথিল্যের সাথে নামাযে উপস্থিত হয় এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে খরচ করে।

৫৫। সুতরাং তাহাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মৃত না করে। আল্লাহ্ তো চাহিতেছেন যেন এই সবার দ্বারা তাহাদিগকে ইহজীবনে শাস্তি দেন এবং তাহাদের আত্মা যেন কাকের থাকা অবস্থাতেই বাহির হইয়া যায়।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَنْفِقْ اِلَّا فِي  
الْفِتْنَةِ سَقَطًا وَاِنْ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَاَسْكُنْهَا وَاِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ  
يَقُولُوا قَدْ اَحْدَثْنَا اَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَبَعَثْنَا فِيهِمْ  
رُسُلًا فَهُمْ ۝

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا  
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا اِلَّا الْاِحْدَى الْحُسَيْنِيَّةَ  
وَنَحْنُ نَرْضَى بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمْ اللّٰهُ بِعَذَابٍ  
مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ يَأْتِيَنَّاهُ فَتَرْتَضُوا اِلَيْنَا مَعَكُمْ  
مُتَرْتَضُونَ ۝

قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَنْ يَقْبَلَ مِنْكُمْ اِلَّا كُمْ  
كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ اِلَّا اَلَهُمْ  
كُفْرًا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ  
كُسَالَىٰ وَلَا يَنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ۝

فَلَا تَحْزَنْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِذَا رُزِقُوا  
اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ  
اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

৫৬। এবং তাহারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং তাহারা এমন এক জাতি যাহারা খুব ভয় করে।

وَيَقُولُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَكَأَنَّهُمْ قِيتَمُونَ  
لَكُمْ قَوْمٌ يَفْقَهُونَ ۝

৫৭। যদি তাহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশযোগ্য গর্ত পাইত তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই সেই দিকে পিঠ ফিরাইয়া লইত এবং ক্ষিপ্ৰগতিতে দৌড়াইয়া যাইত।

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَذْجَلًا لَوَلَّوْا  
إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ۝

৫৮। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যাহারা সাদাকাসমূহ (যাকাত বস্তু) সম্বন্ধে তোমাকে দোষারোপ করে। অতঃপর, যদি উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, এবং যদি উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা ক্ষুব্ধ হয়।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْتَمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا  
مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَلْعَنُونَ ۝

৫৯। কত উত্তম হইত যদি আল্লাহ ও তাহার রসূল তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত এবং বলিত, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয় আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হইতে আমাদিগকে দান করিবেন এবং তাহার রসূলও; আমরা আল্লাহ্রই প্রতি অনুরাগী।' ১৭

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا  
حَسْبُنَا اللَّهُ سُبُوتُنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ  
يَعِزُّ إِنَّا إِلَى اللَّهِ زَعِيمُونَ ۝

৬০। সাদাকাসমূহ (যাকাত) কেবল গরীব, মিসকীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এবং তাহাদের জন্য যাহাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করিতে হয় এবং দাস-মুক্তির জন্য এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী এবং পথিকদের জন্য—আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজানী, পরম প্রজাময়।

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ  
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَ لَفَتْ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَرِيَّاتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৬১। এবং তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যাহারা নবীকে মনোকষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে তো (আগাগোড়াই) কান।' তুমি বল, 'তাহার কান তোমাদেরই কল্যাণের জন্য, সে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং মো'মেনদিগকে বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য রহমত। এবং যাহারা আল্লাহ্র রসূলকে মনোকষ্ট দেয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ ذُنَّ  
قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ  
وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ  
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৬২। তাহারা তোমাদের নিকট তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আল্লাহ্র নামে শপথ করে অথচ আল্লাহ ও তাহার রসূলই অধিকতর হৃদ্যর যে তাহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করুক যদি তাহারা প্রকৃত মো'মেন হয়।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ  
أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝

৬৩। তাহারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত আছে, সে উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে? উহা নিদারুণ নাস্তানা।

৬৪। মোনাফেকরা (লোক দেখানোর জন্য) ডয় প্রকাশ করে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে যেন কোন সূরা অবতীর্ণ না হইয়া যায়, যাহা তাহাদিগকে (মুসলমানদিগকে) ঐ সকল কথা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় যাহা তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে। তুমি বল, 'তোমরা হাসি তামাশা করিতে থাক; নিশ্চয় আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহার সম্বন্ধে তোমরা ডয় করিতেছ।'

৬৫। যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা এই কথা বলিবে যে, 'আমরা কেবল খোশ-গল্প ও হাসি তামাশা করিতেছিলাম।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁহার আয়াতসমূহ ও তাঁহার রসূলের সহিত হাসি-বিদ্রূপ করিতেছিলে?'

৬৬। তোমরা কোন ওভর-আপত্তি করিও না। তোমরা অবশ্যই তোমাদের ঈমানের পর কুফরী করিয়াছ। যদি আমরা তোমাদের একদলকে ক্ষমা করিয়া দিই তাহা হইলে অপর এক দলকে শাস্তি দিব এই জন্য যে, তাহারা অপরায়ী।

৮  
[৭]  
১৪

৬৭। মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীগণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাহারা অসৎ কাজ করিতে আদেশ দেয় এবং সৎকাজ করিতে নিষেধ করে এবং তাহাদের হাতকে (আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হইতে) গুটাইয়া রাখে। তাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। নিশ্চয় মোনাফেকরা দুষ্কৃতিপরায়াণ।

৬৮। মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী এবং কাফেরদিগকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেস্থানে তাহারা বসবাস করিতে থাকিবে। উহা তাহাদের জন্য যথেষ্ট। এবং আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।

৬৯। ঐ সকল লোকের অনুরূপ, যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল— তাহারা তোমাদের চাইতে শক্তিতে অধিকতর প্রবল ছিল, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যশালী ছিল। অতএব,

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَن لَّهُ تَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تَنزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَخْرِضُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَعْدِرُونَ ۝

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝

لَا تَعْدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن تَفْعَلُوا ۝ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ تَعْدِبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْفِرُونَ بِالْكَفْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ النَّارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

كَأَلَيْدِينَ مِّن تَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَأَلَمْ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَعَاوَا بِهَا قُلُوبَهُمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ

তাহারা তাহাদের ভাগা অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছে এবং তোমরা তোমাদের ভাগা অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছ যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের ভাগা অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছিলেন। এবং তোমরা অনর্থক কথা-বাতায় মগ্ন হইয়াছ যেভাবে তাহারা অনর্থক কথা-বাতায় মগ্ন হইয়াছিলেন। ইহা এই এমন—মাহাদের কাজকর্ম ইহলোক এবং পরলোকে বিফল হইয়াছে। এবং ইহারা ইচ্ছিতপ্রাপ্ত।

৭০। তাহাদের নিকট কি তাহাদের পূর্ববর্তীদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পৌঁছে নাই—নহ, আদ ও সামুদের জাতির এবং ইব্রাহীমের জাতির এবং মাদইয়ান ও বিফল নগরীর অধিবাসীগণের? তাহাদের নিকট তাহাদের রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শন সহকারে আসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাহাদের উপর মূল্য করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজদের উপর মূল্য করিয়াছিলেন।

৭১। মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তাহারা সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখেন এবং তাহারা নামায কায়ম করে, যাকাত দেন এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য করে। ইহারা এই এমন—মাহাদের উপর আল্লাহ অবশ্যই দয়া করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

৭২। মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, মাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও। অধিকতর আল্লাহর সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ। উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা।

২৫

৭৩। হে নবী! তুমি কাফের ও মানাফেকদের সহিত জিহাদ কর। এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন কর। বস্তুতঃ তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম, উহা কত নিকট প্রত্যাবর্তন স্থল!

৭৪। তাহারা আল্লাহর নাম লইয়া শপথ করে যে তাহারা কিছু বনে নাই, অথচ তাহারা অবশ্যই অবিশ্বাসের কথা বলিয়াছে এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ করার পর অবিশ্বাস করিয়াছে। এবং

يَخْلَقَكُمْ كَمَا اسْتَمَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَخْلَقُهُمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْيَانُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿٥٠﴾

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثُودَةَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحِبِ مَدْيَنَ وَالْوَقَلَةَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ يَضِلَّيَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥١﴾

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٣﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا بِهِمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ النَّصِيرُ ﴿٥٤﴾

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَوْمًا أَلَمٌ يَأْتُوا وَمَا

তাহারা এমন বিষয়ের সংকল্প করিয়াছে যাহা তাহারা লাভ করিতে পারে নাই। এবং তাহারা শুধু এই জন্য শত্রুতা করিয়াছে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রসুল তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাদের অনুগ্রহে। সুতরাং তাহারা যদি তওবা করে তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য ভাল হইবে, এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায় সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এই দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও, এবং এই দুনিয়াতে তাহাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকিবে না।

لَقُمُوا إِنَّا أَغْنَيْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ  
فَإِنْ يَتُوبُوا لَكُمْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا فَعَيْنَكُمْ اللَّهُ  
عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  
مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا يُنصِرُهُ ⑤

৭৫। তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যাহারা আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার করে (এই বলিয়া), যদি তিনি আমাদিগকে ঈমান অনুগ্রহ হইতে কিছু দান করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা দান-সদকা করিব এবং পূণাবানগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।

وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهُ نَبِيًّا أَنْ يَتُوبَ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لِيُؤْتُوا  
وَلَكِنَّمَا يَتُوبُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ⑥

৭৬। অতঃপর, যখন তিনি নিজ অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে দান করিলেন তখন তাহারা ইহাতে কুপপত্তা করিল এবং অবজ্ঞাতর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ⑥

৭৭। সুতরাং পরিণাম স্বরূপ তিনি তাহাদের অন্তরে কপটতা সংযুক্ত করিয়া দিলেন সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কেননা তাহারা আল্লাহর সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা ভুল করিয়াছে এবং এই কারণে যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিত।

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ أَخْلَفُوا  
اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ⑦

৭৮। তাহারা কি জানিত না যে, আল্লাহ নিশ্চয় তাহাদের উপর তত্ত্ব এবং প্রকাশ্য পরামর্শ জানেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ অজ্ঞাত বিষয়সমূহ উত্তমরূপে অবগত আছেন।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ  
اللَّهُ عَلَامُ الْغُيُوبِ ⑦

৭৯। মো'মেনগণের মধ্য হইতে যাহারা মুক্তহস্তে দান করে এবং যাহারা নিজেদের শ্রম দ্বারা অর্জিত রোহগার) বাতিরেকে কোন কিছু পায় না তাহাদিগকে যাহারা (মোনাফকরা) দোষারোপ করে এবং তাহাদিগকে বিদ্‌প করে, আল্লাহ তাহাদিগকে বিদ্‌পের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

الَّذِينَ يَكْنُزُونَ الْمَوْضِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي  
الضَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَحْزَنُونَ  
مِنْهُمْ وَيَخْرَأُونَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑧

৮০। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহ বা তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা না চাহ, যদি তাহাদের জন্য তুমি সত্তর বারও ক্ষমা চাহ, তথাপি আল্লাহ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলকে

اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ  
سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑧

১০ অস্বীকার করিয়াছে। এবং আল্লাহ্ দৃষ্টিপরায়েন জাটিকে  
[৮] কখনও সংপথ প্রদর্শন করেন না।

১৬

৮২। তাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া (গৃহে) অবস্থান করিতেই আনন্দ বোধ করিল, এবং আল্লাহর রাষ্ট্রায় নিজেদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়া জিহাদ করিতে অপসন্দ করিল। এবং তাহারা বসিল, 'তোমরা এই প্রচণ্ড গরমে বাহির হইও না।' তুমি বল, 'তাহারাদের আঙন ইহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত।' হয়, যদি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত!

৮২। অতএব, তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিফলনের জন্য তাহাদের কম হাসা উচিত এবং অধিক কান্দা উচিত।

৮৩। অতএব, আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাহাদের মধ্যে কোন এক দলের নিকট পুনরায় ফিরাইয়া আনেন এবং তাহারা তোমার নিকটে (গৃহে) বাহির হওয়ার অনুমতি চাহে, তাহা হইলে তুমি বল, 'তোমরা কখনও আমার সহিত বাহির হইবে না এবং কখনও আমার সহিত থাকিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না। তোমরাতো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পসন্দ করিয়াছিলে, সুতরাং তাহারা পিছনে অবস্থানকারী তাহাদের সহিত বসিয়া থাক।'

৮৪। এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও তাহার জানাজার নামাজ পড়িও না এবং তাহার কবরের পাশে (দোয়ার জন্য) দাঁড়াইও না, কারণ তাহারা আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলকে অস্বীকার করিয়াছে এবং এমন অবস্থায় মারা গিয়াছে যখন তাহারা অবাধা ছিল।

৮৫। এবং তাহাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমার বিসময়ের উদ্বেগ না করে, আল্লাহ্ কেবল চাহেন যেন তিনি তাহাদিগকে উহার দ্বারা এই দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং কাফের থাকে অবস্থাতেই যেন তাহাদের আত্মা বাহির হইয়া যায়।

৮৬। এবং যখন কোন সূরা (এই মর্মে) অবতীর্ণ হয় যে, 'তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাহার রসূলের সহিত মিলিয়া জিহাদ কর।' তখন তাহাদের মধ্যে সামর্থ্যবান বাজিগণ তোমার নিকটে অবাধতি চাহে এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দিন যাহাতে আমরা (গৃহে) উপবিষ্ট লোকদের সহিত থাকিতে পারি।'

فَوَحَّيْنَا لِلْمُخَلَّفِينَ بِمَقْعَدِهِمْ جُلْفَى نَسُوبِ اللَّهِ وَ كَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَالُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ۝

وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوَّاهُمْ فَسَيُقَوَّنَ ۝

وَلَا تَنْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ بِهِمُ فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

وَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنُكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝

৮৭। তাহারা পশ্চাতে (গৃহে) অবস্থানকারিগণদের সঙ্গে থাকিতে পসন্দ করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহাদের হৃদয়কে মোহারাঙ্কিত করা হইয়াছে ফলে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

৮৮। কিন্তু এই রসূল এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে টমান আনিয়াছে তাহারা তাহাদের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দিয়া (আল্লাহর রাস্তায়) জিহাদ করে; বস্তুতঃ তাহাদের জন্যই কল্যাণ রহিয়াছে এবং তাহারা ই সফলকাম হইবে।

৮৯। আল্লাহ তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, [৯] তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। উহাই পরম সফলতা। ৯৭

৯০। এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে অজুহাত পেশকারীগণ আসিল যেন তাহাদিগকে (গৃহে) বসিয়া থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং যাহারা আল্লাহ এবং তাহার রসূলের নিকট মিথ্যা বলিয়াছিল তাহারা (বিনা অনুমতিতেই গৃহে) বসিয়া থাকিল। তাহাদের মধ্য হইতে যাহার অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের উপর অচিরেই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি নিপতিত হইবে-।

৯১। যাহারা দুর্বল এবং পীড়িত এবং যাহারা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিবার জন্য কিছুই পায় না, তাহাদের কোন অপরাধ নাই যদি তাহারা আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি অকপট হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই; এবং আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়,

৯২। এবং তাহাদের বিরুদ্ধেও নাই, যাহারা তোমার নিকট আসিয়াছিল যেন তুমি তাহাদিগকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দাও; তুমি বলিয়াছিলে, 'আমার নিকট এমন কিছু নাই যাহার উপর আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাই', তাহারা ফিরিয়া গেল এবং দুঃখে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু বরিতেছিল এইজন্য যে, তাহাদের নিকট এমন কিছু ছিল না যাহা তাহারা খরচ করিতে পারিত।

৯৩। অভিযোগ কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা সম্পদশালী হইয়াও তোমার নিকট (অব্যাহতির) অনুমতি চাহে। তাহারা গৃহে অবস্থানকারিগণদের সহিত (গৃহে) থাকিতে পসন্দ করে। এবং আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহারাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহারা জানিতে পারে না।

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

لَكِنِ الرُّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْغَيْرَتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَمْ يُحِيلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَنُهُمْ فَبِئْسَ مِنَ الْخَمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾

إِنَّا السَّيِّئِلَ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করিবে, তুমি বল, 'তোমরা অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রসূলও; অতঃপর তোমাদিগকে দশা ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন যাহা তোমরা করিতে।'।

৯৫। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন তাহারা তোমাদের সম্মুখে অবশ্যই আল্লাহ্র শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। অতঃপর, তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। নিশ্চয় তাহারা অপবিত্র এবং তাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম— তাহারা যাহা করিত উহার প্রতিফল স্বরূপ।

৯৬। তাহারা তোমাদের সম্মুখে শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ দৃষ্টিপরায়ণ জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।

৯৭। মক্কাবাসী আরবগণ অবিশ্বাস এবং কপটতায় সর্বাধিক কঠোর এবং আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর যাহা নাযেন করিয়াছেন উহার সীমারেখা জানিবার ব্যাপারে সর্বাধিক অযোগ্য। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রভাময়।

৯৮। মক্কাবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যে, তাহারা যাহা (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করে উহাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য ভাঙ্গা বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। তাহাদের উপরই মন্দ বিপর্যয় (পতিত) হইবে। এবং আল্লাহ্ সর্বপ্রাণী, সর্বজ্ঞানী।

৯৯। এবং মক্কাবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনে এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) যাহা খরচ করে উহাকে তাহারা আল্লাহ্র নৈকট্য ও রসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। ওন! বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায় হইবে, অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বীয় রহমতে প্রবিশ্ট করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْنَا إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنَا نُوْمِنُ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَرْدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْزِلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنَعْرِضُوا عَنْهُمْ مَا عَرَضُوا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ بِرِجْسٍ وَمَا لَهُمْ بِهِمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَنَرَضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ رَضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَكَوَلَّتِ النَّسُوءُ إِلَّا أَنهَا قُرْبَىٰ لَهُمْ سَيَذَّलَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾



১০০। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে যাহারা প্রথম সারির অগ্রগামী এবং তাহাদিগকে যাহারা উত্তম ভাবে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং তিনি তাহাদের জন্য এমন ডান্নাত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। ইহাই মহা সফলতা।

وَالشَّاقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ  
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتُهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑤

১০১। এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের চারিপাশে আছে, তাহাদিগের মধ্যে কতক আছে মোনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কতক। তাহারা কপটতায় অবিচল। তুমি তাহাদিগকে জান না; আমরা তাহাদিগকে জানি। আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব, অতঃপর তাহাদিগকে এক মহা শাস্তির দিকে ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে।

وَمِنَ حَوْلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ذُو مِنْ  
أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْبَيْتِ لَا تَعْلَمُهُمْ  
نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَعَدَ لَهُمْ فَرَّتَيْنِ لَمْ يُردُّوْنَ إِلَى  
عَذَابٍ عَظِيمٍ ⑥

১০২। এবং আরও কতক লোক আছে যাহারা নিজদের পাপকে স্বীকার করিয়াছে। তাহারা পূণ্য কাজকে অন্য ধারাপ কাজের সহিত মিশ্রিত করিয়াছে। অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিপাত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَأَخْرَوْا عَنْ قَوْمِهِمْ كَلْبًا عَمَلًا صَالِحًا  
وَأَخْرَسُوا عَنْهُمْ أَنَّ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ ⑦

১০৩। তাহাদের ধন-সম্পদ হইতে তুমি সদকা গ্রহণ কর যেন ইহা দ্বারা তুমি তাহাদিগকে পবিত্র করিতে পার এবং তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পার, এবং তাহাদের জন্য দেয়া কর; নিশ্চয় তোমার দেয়া তাহাদের জন্য শাস্তিদায়ক। এবং আল্লাহ্ সর্বপ্রাতা, সর্বজ্ঞানী।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ  
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑧

১০৪। তাহারা কি অবগত নহে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই আছেন যিনি তাঁহার বান্দাগণের হৃদয় কবুল করেন এবং সদকাসমূহ গ্রহণ করেন, এবং আল্লাহ্ই আছেন যিনি সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময় ?

لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ  
يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ⑨

১০৫। তুমি বল, 'তোমরা কাজ করিয়া যাও, অতঃপর আল্লাহ ও তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন। এবং তোমাদিগকে অদৃশ্য এবং দৃশ্য বিষয়ের পরিত্রাতার নিকট অচিরেই ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন।'

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَهُ اللَّهُ وَعَبْلَكُمْ وَسَوْفَ اللَّهُ يُشِيرُ  
وَسَيُرْدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑩

১০৬। এবং অন্যান্যদেরও (যাহাদের বিষয়) আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় মুনতবী রাখা হইয়াছে। হয় তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন নতুবা তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১০৭। এবং (মোনাফেকদের মধ্যে হইতে) যাহারা একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল—(ইসলামের) ক্ষতিসাধন, কুফরী প্রচার, মো'মেনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং ঐ ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করার জন্য যে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ এবং তাহার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। এবং তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে যে, 'আমরা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি, এবং আল্লাহ্ সাক্ষা দিতেছেন যে, তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'।

১০৮। তুমি কসিমুনকালেও উহার মধ্যে নামাযের জন্য দাঁড়াইবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন হইতে তাকওয়ায় ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে, উহাই অধিকতর যোগ্য যে তুমি উহার মধ্যে (নামাযের জন্য) দাঁড়াও, তথায় এমন লোক আছে যাহারা পবিত্র হইতে ভালবাসে, এবং আল্লাহ্ পবিত্র লোকদিগকে ভালবাসেন।

১০৯। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির উপর অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করে সে উৎকৃষ্টতর, না ঐ ব্যক্তি যে নিজের অট্টালিকার ভিত্তি এক গর্তের পত্তনোন্মুখ কিনারায় স্থাপন করে ফলে উহা তদসহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? এবং আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

১১০। তাহারা যে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিল উহা তাহাদের অন্তরে সদা পীড়ার কারণ হইবে যে পর্যন্ত না তাহাদের অন্তর ঠুকরা ঠুকরা হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১১১। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের নিকট হইতে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এই জন্য যে, তাহাদের জন্য জাহান্নাত আছে; তাহারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তাহারা (শত্রুকে) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হন— ইহা এক প্রতিশ্রুতি যাহা তিনি নিজের উপর অব্যাহারিত করিয়াছেন, যাহা তওরাত এবং ইন্জীল এবং কুরআনে বর্ণিত আছে। এবং নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্

وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يَعْزِبُ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ③

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْثًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصْرًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَكَالِخُلُفِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَهْدِي لِهَيْمُهُمْ لَكُذِّبُونَ ④

لَا تَقُومُ فِيهِ أَبَدًا لِسَعِيدِ أَسَسَ عَلَى النَّقْوَى مِنْ أَوَّلٍ يَوْمَ لَسَقُ أَنْ تَقُومُ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَقَرُّوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ⑤

أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى نَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَالِكٍ قَالَهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑥

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ⑦

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلَ اللَّهُ فِيهِمْ وَيَقَاتِلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا

অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত আর কে আছে ? অতএব তোমরা তোমাদের এই বাবসায় খুশী হও, যে বাবসা তোমরা তাহার সহিত করিয়াছ, এবং উহাই হইতেছে মহা সফলতা ।

১১২ । যাহারা তওবাকারী, 'ইবাদতকারী', (আল্লাহর) প্রশংসাকারী, (আল্লাহর পথে) সফরকারী, রুকূকারী, সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী, অসৎ কাজের নিষেধকারী, আল্লাহর সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী— এইরূপ মোমেনগণকে তুমি সুসংবাদ প্রদান কর ।

১১৩ । ইহা নবী এবং মোমেনগণের জন্য সমীচীন নহে যে, মোশরেকদের জন্য তাহারা ক্রমা প্রার্থনা করে, তাহাদের উপর উহা প্রকাশ হওয়ার পরও যে তাহারা দোষের অধিবাসী, যদিও তাহারা নিকট আশ্বীয়ই হউক না কেন ।

১১৪ । এবং ইব্রাহীমের পিতার জন্য ক্রমা প্রার্থনা শুধু এক প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ছিল যাহা সে তাহার (পিতার) সহিত করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়া গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন সে তাহার নিকট হইতে নিজেকে সম্পর্কচ্যুত করিল । নিশ্চয় ইব্রাহীম বড় কোমল হৃদয় ও সহিষ্ণু ছিল ।

১১৫ । এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি কোন জাতিকে হেদায়াত দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিপথগামী করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহাদিগকে সেই সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেন যাহা হইতে তাহাদিগকে সাবধান থাকা উচিত । নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সুবিদিত ।

১১৬ । নিশ্চয় আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই । তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন । এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ বাতীত কোন বন্ধ এবং কোন সাহায্যকারীও নাই ।

১১৭ । আল্লাহ্ নবী এবং সেই সকল মুহাজির ও আনসারদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, যাহারা সংকটপূর্ণ সময়ে তাহার আনুগত্য করিয়াছিল— তাহাদের মধ্যে একদলের হৃদয় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ার পরেও, অতঃপর, তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন । নিশ্চয় তিনি তাহাদের প্রতি মমতাময়, পরম দয়াময় ।

يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لَبَّاسًا يَلْبَعَثُ فِيهِ ذِكْرُ الْقَوْمِ الْعَظِيمِ ۝

الْمُتَابِعُونَ الْعِمِدُونَ الْخِذْلُونَ السَّابِقُونَ الزَّاهِقُونَ  
السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَالْحَفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ أَوْ أَبْنَاءَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ  
أَصْحَابُ الْحَاجِمِ ۝

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ  
وَعَدَهَا آتَاهُ فَلَمْ يَنْبِئْ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرُّأْتُهُ  
إِنْ إِبْرَاهِيمُ لَآتَاهُ حَلِيمٌ ۝

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ  
حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ دَكُّنٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي  
وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
قَوْلٍ وَلَا نَجْوَى ۝

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ  
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا  
كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ قَوْمٍ مِنْهُمْ إِنْ هُمْ عَلَيْهِمْ  
إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

১১৮। এবং তিনি (সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন তাহাদের) তিন জনের উপরেও যাহারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল—এমন কি ভূপৃষ্ঠ উহার বিশালতা সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের জন্য তাহাদের জীবন দুর্বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহারা বিশ্বাস করিয়া নাইয়াছিল যে, আল্লাহ্ হইতে বাঁচিবার জন্য তাঁহার আশ্রয়-ছাড়া কোন আশ্রয় নাই; অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন যেন তাহারা (তাঁহার দিকে) প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ই এমন যিনি [৮] সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

৩

১১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।

১২০। মদীনাবাসী এবং তাহাদের চারিপাশের মরুবাসীগণের জন্য ইহা সমীচীন ছিল না যে, তাহারা আল্লাহ্‌র রসূলকে একা ছাড়িয়া পশ্চাতে বসিয়া থাকে এবং না ইহা যে, তাহাকে বাদ দিয়া নিজেদের জীবন নইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদিগকে না ক্রিষ্ট করে কোন পিপাসা, না কোন শ্রান্তি, না কোন ক্ষুধা এবং না তাহারা পদদলিত করে এমন কোন স্থান, যাহা কাকেরদিককে রাগান্বিত করে এবং না তাহারা শত্রুর উপর কোন বিজয় লাভ করে কিন্তু উহার বিনিময়ে অবশ্যই তাহাদের জন্য পূণ্যকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার কখনও বিনষ্ট করেন না।

১২১। এবং না তাহারা (আল্লাহ্‌র পথে) কোন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যয় করে, এবং না তাহারা কোন উপত্যকা অতিক্রম করে, কিন্তু উহা অবশ্যই তাহাদের জন্য (তাহাদের আমল নামায়) লিপিবদ্ধ করা হয় যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কৃত-কর্মের উৎকৃষ্টতম বিনিময় দান করেন।

১২২। মো'মেনগণের জন্য ইহা সম্ভব নহে যে, তাহারা সকলে একযোগে বাহির হয়, অতএব তাহাদের প্রত্যেক জামান্নাত হইতে এক দল কেন বহির্গত হয় না যাহাতে তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে বৃৎপত্তি লাভ করিতে পারে এবং যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে তখন তাহাদিগকে সতর্ক করিতে [৮] পারে যেন তাহারা (মন্দ পথ সম্বন্ধে) সাবধান হয়? ৪

১২৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সেই সকল কাকেরের সঙ্গে যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের নিকটে আছে,

وَعَلَى الشَّلَّةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا صَاحَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاحَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠﴾

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُوقُونَ مَوْجِدًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَلْجَأُونَ مِنْ عَدُوِّ قِتْلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾

وَلَا يَنْفَعُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ لِيَرْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَعَزُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ

ইয়া'তাযিরুনা-১১

তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা প্রত্যক্ষ করে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সহিত আছেন।

১২৪। এবং যখনই কোন সূরা নাযেল করা হয়, তাহাদের মধ্যে হইতে কতক বনে, 'ইহা তোমাদের মধ্যে কাহার সৈমান রুদ্বি করিল?' কিন্তু যাহারা মো'মেন ইহা তাহাদের সৈমানকে রুদ্বি করে এবং তাহারা ই আনন্দিত হয়।

১২৫। কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষতার উপর আরও কলুষতা রুদ্বি করে, এমন কি তাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায়।

১২৬। তাহারা কি দেখে না যে তাহাদিগকে প্রতি বৎসর একবার কি দুইবার পরীক্ষা করা হয়? তথাপি তাহারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

১২৭। এবং যখনই কোন সূরা নাযেল হয় তখন তাহারা একে অপরের দিকে তাকায়, (এবং বনে) 'কেহ কি তোমাদিগকে দেখিতেছে?' অতঃপর, তাহারা সরিয়া পড়ে। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দিয়াছেন, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বৃথা না।

১২৮। নিশ্চয় তোমাদেরই মধ্যে হইতে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমাদের কণ্ঠে পতিত হওয়া তাহার জন্য দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্ক্ষী, মো'মেনদের প্রতি সে পরম মমতাসীল, দয়াময়।

১২৯। কিন্তু তাহারা যদি ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।

১৬ তাঁহারই উপরে আমি নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের [৭] অধিপতি।

৫

وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَظَةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٢٤﴾

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٥﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٦﴾

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لِقَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٨﴾

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٣٠﴾